Released: 26-4-1938

সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব

সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব

চিত্র-পরিবেশক :—

রীতেন এণ্ড কোং

৬৮ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—কলি: ১০৯২

ফোন—বড়বাজার ৩২৩৪

স্বাস্থ্যের উন্নতি

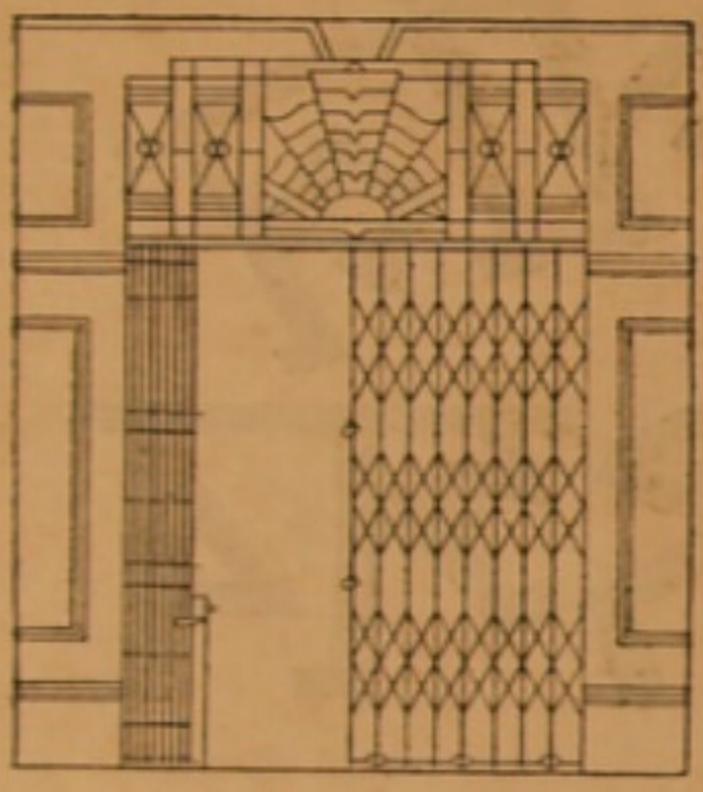

এই দারুণ গ্রীষ্মে বিশুদ্ধ বাতাস নির্ভয়ে উপভোগ করিতে চান তবে আপনার ঘরে কোলাপসিবেল গেট (Collapsible Gate) লাগাইয়া নিন যাহা কাঠের দরে পাওয়া যায়।

নান আয়রণ ওয়ার্কস্

ম্যানেজিং এজেণ্ট—

বি, নান

১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Estd 1916

বি, নান

(এ্যাড্‌ভারটাইজিং কনসাল্‌ট্যাণ্ট)

১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—বি বি ৩২৩৪

এজেণ্ট—

শ্লাইড্‌ এড্‌ভার্টাইজমেণ্ট
স্থানীয় ও মফঃস্বল
সিনেমা

বিশেষজ্ঞ—

সিনেমা এড্‌ভার্টাইজমেণ্ট
শ্লাইড্‌ এবং উচ্চাঙ্গের
পরিকল্পনাকারী

এবং

যাবতীয় বিজ্ঞাপনের কার্য্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

নানা জাতীয় ফল ও ফুলের উৎকৃষ্ট
বীজ ও চারার জন্য

সডন্‌ নার্শরী

৪১ নং আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা

ক্যাটালগের জন্য আবেদন করুন

ফোন—বি. বি. ৩২৩৪

কালিকা প্রেস লিঃ, ২৫ ডি. এল্‌. রায় ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

পর্দ্দার উপরে

ডাঃ প্রাণধন আইচ্	...	... জীবন গাঙ্গুলী
মথুর	...	... ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
মিঃ চৌধুরী	...	... ডাঃ হরেন মুখার্জ্জি
বিমল	...	... জহর গাঙ্গুলী
ফ্যালারাম	...	... মণি সেন
বামাপদ	...	... মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
মহেন্দ্র	...	... সন্তোষ সিংহ
হারু মাষ্টার	...	... সত্য মুখার্জ্জি
প্রসন্ন	...	... ললিত মিত্র
হাবুল	...	... হরিধন মুখার্জ্জি
যতীন	...	... গঙ্গেশ মজুমদার
খগেন	...	... নবদ্বীপ হালদার
কানাই	...	... বেচু সিংহ
বীরেন	...	... সত্যেন ঘোষাল
গোরা	...	... দেবীতোষ রায় চৌধুরী
জনার্দ্দন	...	... উপেন ভট্টাচার্য্য
রামা	...	... যতীন দাস
জনৈক ব্যক্তি	...	... বিমল ঘোষ
যুবকগণ	সুধাংশু মিত্র, ফটিক চ্যাটার্জ্জি, অজয় সিংহ	
অভিনেতাগণ	জীবন মুখার্জ্জি, বিমল চ্যাটার্জ্জি, শান্তি দাসগুপ্ত	
চামেলী	...	... রাণীবালা
মিস্ শেফালি	...	... উষা দেবী
মিস্ বনলতা	...	... বীণাপাণি
শ্রীমতী	...	... সাবিত্রী
নৃত্যকালী	...	... পদ্মাবতী
আন্নাকালী	...	... হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
হেমাঙ্গিনী	...	... সুহাসিনী
শেফির বন্ধু	...	... লতিকা
কমলা	...	... লক্ষ্মী
অভিনেত্রিগণ	...	... অপর্ণা, আঙ্গুর প্রভৃতি

পর্দ্দার অন্তরালে

প্রযোজক ...	...	প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী
কথা ও কাহিনী	...	শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
পরিচালক ...	...	সতু সেন
প্রধান যন্ত্র-শিল্পী	...	মধু শীল
আলোক-চিত্র-শিল্পী	...	সুরেশ দাস
শব্দধর ...	...	জগদীশ বসু
শিল্প-নির্দ্দেশক ...	...	পরেশ বসু
সুর-শিল্পী ...	...	কমল দাশগুপ্ত
গীতিকার ...	...	শৈলেন রায়
ব্যবস্থাপক ...	...	সতীশ সরকার
আলোক-সম্পাতকারী	...	সুরেন চ্যাটার্জ্জি
চিত্র-সম্পাদক ...	...	বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি
রূপ-শিল্পী ...	...	পঞ্চানন দাস
স্থির-চিত্র-শিল্পী ...	...	বিভূতি চ্যাটার্জ্জি, সুবোধ দত্ত
নৃত্য-পরিকল্পক ...	...	রতন সেনগুপ্ত

—সহকারী—

পরিচালনায় ...	...	বিমল ঘোষ
আলোক-চিত্রে ...	...	শ্যাম মুখার্জ্জি
শব্দশিল্পে ...	...	সমর বসু
প্রচার-শিল্পে ...	...	রমণী ঘোষ
ব্যবস্থাপনায় ...	...	জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি, অনাদি ব্যানার্জ্জি, মিশ্রী মিত্র, বিধু ব্যানার্জ্জি
আলোক-সম্পাতে	...	হেমন্ত বসু
রূপ-শিল্পে ...	...	কর্ণ চক্রবর্ত্তী

—রসায়ন-শিল্পী—

গোপাল গাঙ্গুলী
সুশীল গাঙ্গুলী
ননী চ্যাটার্জ্জি
ধীরেন দাস
জীবন ব্যানার্জ্জি

গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে—বিমল এই ধরণেরই এক লোক। তরুণ বয়েস, তায় আবার অভিনেতা। চাল নেই, চুলো নেই, কিন্তু প্রেম করবার সখ আছে। অভিনেতা হিসেবে সামান্য সুনাম তার হয়েচে। অভিনেত্রী চামেলীর কৃপা আর করুণাও সে পেয়েচে; কিন্তু তাতে সে তৃপ্ত নয়। সে চায় অনাস্বাদিত প্রেম-সুধা!

বেলেঘাটার পথে ঘুরতে ঘুরতে বিমল একদিন কিশোরী কমলাকে ছাদে চুল শুকোতে দেখল—আর দেখেই সে মজল। দিনকতক দুপুর রোদে দাঁড়িয়ে দূর থেকে কমলাকে সে চেয়ে চেয়ে দেখল, তারপরই ঘটকী পাঠানো সুরু করল। কমলার মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলে বক্সের পাস দিয়ে কতবার সে কমলাদের থিয়েটারও দেখাল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। কমলার বাপের এক কথা—"নটোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দোব না।"

এক রাতে তাদের থিয়েটারে 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয় ছিল। সন্ধ্যেবেলায় মথুর এসে খপর দিল ডাক্তার প্রাণধন আইচের সঙ্গে কমলার বিয়ে হবে ঠিক তার পরের দিন সন্ধ্যা লগ্নে। শুনেই বিমল ক্ষেপে উঠল—"ভারি ত ডাক্তার ওই প্রাণধন! রোগ তাড়াবার জন্যে না হয় ডাক্তারের দরকার হতে পারে, কিন্তু মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে ডাক্তারের দরকার কি? কুইনিন আর ক্যাষ্টর অয়েল ত স্বামী-স্ত্রীর প্রেম মধুরতর করে তুলতে পারে না।" বিমল যত ভাবে, ততই রাগে। রাগে নিজের উপর, কমলার বাপের ওপর, প্রাণধনের ওপর—আর সব চেয়ে বেশি করে রাগে মথুরের ওপর। মথুরকে সে চামেলীর প্রেমে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করত।

অভিনয়ের সময় রাগের মাথায় সে চামেলী আর মথুরের অপমান করল। চামেলী সেই অভিনয়ে আয়েষা সেজেছিল, মথুর জগৎসিংহ আর বিমল ওসমান। অভিনয় করতে করতে আয়েষারূপী চামেলী যখন বল্লে—'বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' তখন বিমল আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তারই

সামনে দাঁড়িয়ে তারই চামেলী মথুরকে প্রাণেশ্বর বলবে! "কচু পোড়া খাও" —বলে সে মাথার পরচুল খুলে ফেল্লে। দর্শকরা হো হো করে হেসে উঠল,

ওস্মানরূপে বিমল বাবু

হাততালি দিল, ড্রপ-কার্টেন ফেলে দিতে হোলো, থিয়েটার হয়ে উঠলো মেছো-হাটা!

সাজঘরে গিয়ে সে সকলের সঙ্গে ঝগড়া করল, চামেলীকে কুৎসিত ভাষায় গাল দিল, মথুরকে করল অপমান। শেষটায় বুড়ো অভিনেতা বামাপদ সহানু-

বিদ্যাদিগ্‌গজরূপে বামাপদ

ভূতি জানিয়ে তার মেজাজ বেগড়াবার কারণ জেনে নিতে চাইলে। একটুখানি সহানুভূতি পেতেই বিমল কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে—"বামাপদ-দা, বামাপদ-দা!"

বামাপদ তার বুকে হাত বুলোয় আর বলে—"দাদারে দাদা, কি রে দাদা ?"

বিমল ভাষায় প্রকাশ করে—"আমার মানস-প্রতিমা অপরের হবে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব ?"

বামাপদ সান্ত্বনা দেয়—"দাঁড়িয়ে দেখতে না পারিস বোসে পড়িস দাদা, তাতেও যদি কষ্ট হয় ফ্লাট হয়ে শুয়ে পড়িস। শুধু একটিবার নোটিশ দিস, একটিবার শুধু বলিস—

দাদা ধর আমার চশমা-জুড়ি
আমি এবার দশায় পড়ি।"

বিমল বোঝে বামাপদ তার জীবনের ট্রাজেডি ধরতে পারে নি। তাই সে করুণকণ্ঠে শোনায়—"বেলেঘাটার ধূলো-ওড়া পথে কতদিন দাঁড়িয়ে থেকে কমলাকে আমি ছাদে চুল শুকোতে দেখেচি, কতদিন কমলা আমাকে দেখে ফিক্ ক'রে হেসে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেছে, তার মাসতুতো ভাইকে দিয়ে পাস নিয়ে কতদিন সে বক্সে বসে থিয়েটার দেখে গেছে। আর তার রোমান্স-বিবর্জ্জিত বুড়ো বাপ বলে কিনা নটোর সঙ্গে সে মেয়ের বিয়ে দেবে না !"

বামাপদ বোঝায়—"যার মেয়ে সে যদি বিয়ে না দেয়, তাহলে করবার কি থাকতে পারে ?"

করবার যে কিছু নেই তা বিমলও বোঝে। তবুও বলে—"তুমি দাদা, শুধু ওই প্রাণধনের বিয়েটা পণ্ড করে দাও। আমার প্রাপ্য কমলা-কোয়ায় সেই দাঁড়কাক যে ঠোঁট বসাবে, তা আমি সইতে পারব না !"

বামাপদ কথা দেয় যে, সে প্রাণধনের বিয়ে পণ্ড করে দেবে। চামেলী এবং আরো কয়েকটি অভিনেতার সাহায্য নিয়ে প্রাণধনের ডিস্‌পেন্সারীতে ছোট্ট একটি অভিনয়ের সে ব্যবস্থা করে। মথুর তাদের মতলব শুনে স্থির করে যে প্রাণধনের যাতে কমলার সঙ্গেই বিয়ে হয়, তাই সে করবে। প্রাণধন তার বাল্যবন্ধু আর ষ্টেজের ওপর অপমান করবার জন্য বিমলের ওপর তার বেশ রাগও হয়েছিল। থিয়েটারের সাজঘরে সারারাত ধরে চল্ল উদ্যোগ-পর্ব্ব।

* * * *

প্রাণধন ডাক্তার সকালবেলায় তার ডিস্‌পেন্সারীতে সমাগত রোগী দেখচে। বিয়ের দিন বলে মন তার বড়ই চঞ্চল, রুগীদের রোগ নির্ণয়ে আজ তার মন নেই—খালি রসিকতাই করচে। সেই সময় এক বাবাজী দেখা দিল। সেও

প্রাণধনের রসিকতায় যোগ দিল। এল এক তরুণীকে নিয়ে এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধ বল্লে—তার তরুণী স্ত্রীর বুকের ব্যামো। ডাক্তারকে দেখতে হবে। প্রাণধন তাকে কনসালটেশন-রুমে নিয়ে গেল। একটু পরেই তরুণীটি আলুথালু বেশে ছুটে বেরিয়ে এসে কেঁদে বল্লে, ডাক্তার তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছিল। পিছু পিছু প্রাণধনও ছুটে এল। জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি অমন করে ছুটে

ইঙ্গমহিলা—মথুর ও রেঃ ফাদার—প্রাণধন

এলেন যে!" বৃদ্ধ বারুদে আগুন লাগার মত জ্বলে উঠে—"ঘুসিয়ে দাঁত ভেঙে দোব, রাস্কেল। জান, প্রপীড়িতা সীতার অশ্রুজলে লঙ্কা ভেসে গেল, লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর অভিশাপে কুরুবংশ ধ্বংস হলো। অবলার উপর অত্যাচারে একটা জাতি ধ্বংস হয়, নন্দবংশ, হুত্তোর, প্রাণধন ডাক্তার ত ছার!"

সমবেত রুগীরাও মাতৃ-সমার অপমান দেখে রুখে উঠল—"আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা নহি ত মেষ!" অবস্থা সঙ্গীন দেখে বাবাজী

প্রাণধন ডাক্তারকে টেনে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিল। রুগীদের একজন বল্ল—"দোর ভেঙে ফেল!"

বুদ্ধিমান আর একজন সাবধান করে দিল—"না, না, তাতে ট্রেস্‌পাসের ফ্যাসাদে পড়তে হবে।"

আর একজন বল্ল—"পুলিশে খবর দাও।"

চতুর্থ ব্যক্তি পরামর্শ দিল—"না, না, নারীরক্ষা সমিতিতে।"

বৃদ্ধ জানালো থানার ইন্‌স্‌পেক্টর তার জানা লোক। সে তাকেই নিয়ে আসচে। তরুণীকে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

তরুণীটি চামেলী আর বৃদ্ধ বামাপদ। পথে বেরিয়ে চামেলী বল্লে, ডাক্তার তার অঙ্গ-স্পর্শও করেনি।

বামাপদ চামেলীকে জানালে যে, সে চমৎকার অভিনয় করেচে। তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে বামাপদ ইনস্‌পেক্টার আর পাহারাওয়ালা-সাজা অভিনেতাদের ডেকে বল্লে—"এইবার প্রাণধনের ডিসপেন্সারীতে গিয়ে তাকে গ্রেফ্‌তার করে আনতে হবে। সারাদিনটা তাকে আটক করে রাখতে পারলে বিয়ে যাবে ভেস্তে।"

সবাই মিলে প্রাণধনের ডাক্তারখানায় ফিরে যখন চেঁচিয়ে জানালে যে পুলিশ এসেচে, তখন প্রাণধন যে ঘরে পালিয়ে দোর বন্ধ করে দিয়েছিল, সেই ঘরের দোর খুলে গেল। দেখা গেল এক পাদরীকে আর তার মেমকে। সাজা-ইনস্‌পেক্টার জিজ্ঞাসা করলে ডাক্তার কোথায়? পাদরী আর একটা ঘর দেখিয়ে দিলে। বামাপদকে নিয়ে সাজা পুলিশের দল আর রুগীরা সেই ঘরের দিকে যেতেই পাদরী আর তার মেম পথে বেরিয়ে পড়ল।

পথে ছিল একদল বয়াটে ছেলে। পাদরীর কাছে পয়সা আদায় করবার মতলবে তারা পথ রুখে দাঁড়াল। পাদরী পয়সা দিতে রাজী হোলনা। একটা ছেলে রেগে পাদরীর দাড়ি ধরে দিল টান, দেখা গেল সে প্রাণধন। প্রাণধন সাজা-মেম মথুরকে নিয়ে দিল ছুট।

এদিকে বামাপদর দলও প্রাণধনকে ডিসপেন্সারীতে না পেয়ে বেরিয়ে পড়তে তাদের সন্দেহ হয়েচে পাদরী সেজেই প্রাণধন পালিয়েচে। বয়াটে ছেলেগুলো তাদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে দেখিয়ে দিলে পাদরী আর তার মেম কোন দিকে পালিয়েচে। বামাপদর দল সেই দিকেই ছুট্‌ল।

পিছনে পুলিশ তাড়া করচে, ধরা পড়লে বিয়ে আর হবেনা, এই মনে করে

মিস্ বনলতা সেন

প্রাণধনকে নিয়ে মথুর দৌড়তে লাগল। দৌড়তে দৌড়তে একটা বাড়ীর পাঁচিল টপকে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করল। বাড়ীটা ছিল লেডি ডাক্তার মিস্ বনলতা সেনের।

*　　*　　*　　*

ডাক্তার মিস্ সেন তাঁর বসবার ঘরে বসে ছিলেন। তার বন্ধু মিস্ শেফালি ঘরে ঢুকে ডাক্তারকে বল্লে—"সকাল বেলায় রুগী দেখতে না বেরিয়ে বসে রয়েচ।" বনলতা জানালে যে সে বিয়ের প্রপোজাল পেয়েচে! ব্যারিষ্টার মিঃ চৌধুরী তাকে বিয়ে করতে চেয়েচেন। হবু-বরের নাম শুনেই শেফালি চমকে উঠল। মিঃ চৌধুরীকে সেই যে জয় করতে চেয়েছিল। কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার পাত্রী সে নয়। সে বল্লে, মিঃ চৌধুরী তাকেও প্রপোজ করেছেন। বনলতা অবাক! ছ'টায় গ্লোবে বায়োস্কোপ দেখে লেকে বেড়াবার সময় মিঃ চৌধুরী তার পাণিপ্রার্থনা করেন। শেফি শোনালে সাড়ে-নটার শোতে মেট্রোয় সিনেমা দেখিয়ে রেড রোড দিয়ে গাড়ী করে যেতে যেতে মিঃ চৌধুরী তাকেই প্রপোজ করেন। সব শুনে বনলতা শেফিকে নিয়ে চল্ল মিঃ চৌধুরীর বাড়ীতে একটা বোঝা-পড়া করে নিতে।

মথুর আর প্রাণধন পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়ে শেফি-বনলতার সব কথা শুনে নিলে। তারা চলে যাবার পর প্রাণধন মথুরকে বল্লে—"এক অপরিচিতার ঘরে এভাবে আর থাকা উচিত নয়। সব কাজেরই সীমা আছে।"

মথুর বল্লে—"কিন্তু জনতার মারের সীমা নেই। এখন পথে বেরুলেই যারা পিছু নিয়েচে, তারা ধরে প্রহার করবে।" "তাহলে কি করব এখন?" —প্রাণধন জান্তে চাইল। "দেখি কি করা যায়, কেমন করে বেরুনো যায় এই বাড়ী থেকে"—মথুর পালাবার পথ আবিষ্কার করতে গেল। প্রাণধন বসে বসে নিজের কথা ভাবতে লাগল, কমলার কথা ভাবতে লাগল। হঠাৎ মথুর এসে বল্ল—"পালাবার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। ডাক্তার মিস্ সেনকে নিতে গাড়ী এসেচে। চল রুগী দেখবে।" প্রাণধন বল্লে, "এসেচে মেয়ে-ডাক্তার নিতে, সে যাবে কেমন করে!" মথুর বল্লে—"তোমাকেই ডাক্তার মিস্ বনলতা সেন হতে হবে।" প্রাণধন রাজী হলোনা। মথুর বুঝিয়ে দিলে পালাবার এমন সুযোগ হেলায় হারালে জনতার মার খেতে হবে, পুলিশের হাতে পড়তে হবে, বিয়েও করা হবেনা। ডাক্তার মিস্ সেন

তাড়াতাড়িতে দেরাজে চাবি লাগিয়ে রেখে গেছে। শাড়ী জামা মায় গয়না অবধি রয়েচে। প্রাণধনের আপত্তি না শুনে তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল স্ত্রীলোকের বেশ পরাতে।

*　　*　　*　　*

ওদিকে বেলেঘাটায় কমলার পিত্রালয়ে গোল বেঁধে গেছে। সন্ধ্যায়

আন্নাকালি ও ফ্যালারাম

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। কিন্তু সকাল থেকে বরের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছেনা। প্রাণধনের ডাক্তারখানায়, বাড়ীতে, লোক যাচ্ছে, ফিরে আসচে। কেউ বলতে পারচে না বর কোথায়। কমলার বাপ মাথায় হাত দিয়ে বসে

পড়েচেন। সেই সময় সাজা ইন্‌স্‌পেক্টর পাহারাওয়ালার দল সেখানে উপস্থিত হলো। কমলার বাপকে শোনালে যে, প্রাণধনের নামে ওয়ারেণ্ট আছে। কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশের বিশ্বাস এই বাড়ীতেই সে আছে। তাই এখুনি বাড়ীটা খানাতল্লাস করতে হবে। আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ী ভর্ত্তি। জামাইয়ের নামে ওয়ারেণ্ট, খানাতল্লাস, কী সর্ব্বনাশ! কমলার বাপ ইন্‌স্‌পেক্টারের কাছে মিনতি করে বল্লেন যে, তিনি ভগবানের নাম নিয়ে বলচেন, প্রাণধন এ বাড়ীতে নেই। ইন্‌স্‌পেক্টার সহানুভূতির ছল করে কমলার বাপকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এরপর প্রাণধনের মত পাত্রের সঙ্গে কোন ভদ্দর লোকের মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সব শুনে কমলার বাপও বল্লে—পরস্ত্রীর শ্লীলতাহানি যে করতে চায়, তাকে সে কোন মতে জামাই করতে পারেনা। কিন্তু লগ্নপাত হলে মেয়ের কি হবে! কমলার বাপ বাধ্য হয়ে সেই নটোর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিতে সম্মত হলেন।

* * * *

শেফি বনলতার সঙ্গে মিঃ চৌধুরীর বাড়ী গেল। কিন্তু আসল কথা না তুলে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে ঝগড়া করে সে বেরিয়ে পড়ল। মিঃ চৌধুরী বনলতাকে বোঝাতে চাইল যে শেফি নিশ্চয়ই ভুল করেচে। বনলতা তা বুঝতে চায় না। চৌধুরী তাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে এল; একটু পরে শেফিও এসে হাজির তার পরিত্যক্ত একখানি রুমাল খোঁজবার ছল করে। রুমাল খোঁজবার জন্য ঘুরতে ঘুরতে সে প্রাণধন-পরিত্যক্ত প্যাণ্টালুন দেখতে পেয়ে চৌধুরীকে ডেকে তাই দেখালে। কুমারী বনলতা সেনের ঘরে পুরুষের প্যাণ্টালুন দেখতে পেয়ে চৌধুরী চটে লাল। সে বনলতাকে কটু কথা শুনিয়ে শেফিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বনলতা তার শোবার ঘরে গিয়ে দেখতে পেল তার শাড়ী জামা অলঙ্কার অপহৃত। বেয়ারা ফ্যালারামকে ডেকে সে বল্লে—"সব চুরি গেছে। তুমি কি ঘুমিয়ে ছিলে?"

ফ্যালারাম হেসে বল্লে—"গেরস্ত সজাগ থাকলেও চোর চুরি করে।"

* * * *

প্রাণধন মেয়ে-ডাক্তার হয়ে যে রুগী দেখতে এসেচে, সে তরুণী—নাম তার

মিঃ চৌধুরী ও মিস্ শেফালি

শ্রীমতী। প্রাণধন সসঙ্কোচে তাকে পরীক্ষা করে, সসঙ্কোচে তাকে প্রশ্ন করে। কিন্তু শ্রীমতী সঙ্কোচ মানে না। সে জামা খুলে বুক দেখাতে চায়, প্রাণধন দূরে সরে গেলে, সে তার কাছে গিয়ে গা ঘেঁসে দাঁড়ায়, কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরে। প্রাণধন তাড়া দেয়, শ্রীমতী অভিমান করে। মথুর

মিস্ বনলতার রূপসজ্জায় ডাঃ প্রাণধন

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে আর হিংসেয় জ্বলে। সে শ্রীমতীকে দেখেই মজেচে —প্রাণধন মজা লুটে নিচ্ছে ভেবে সে পুড়ে মরচে। প্রাণধন উঠবার জন্যে উদ্‌গ্রীব, কিন্তু শ্রীমতী ছাড়ে না। সে তাকে নাচ না দেখিয়ে, গান না শুনিয়ে ছাড়বে না। শেষে সত্যি সত্যিই সে নাচগান সুরু করল। ঠিক সেই সময়ে বনলতা প্রবেশ করল। প্রবেশ করেই বনলতা দেখল তৃতীয় ব্যক্তিটি তারই

শাড়ী, তারই জামা, তারই গয়না পরে আছে। বনলতা তখুনি পুলিশে খবর দিতে চাইল—প্রাণধন নিজেকে বাঁচাবার জন্যে বল্ল—"এর মাঝে একটা রহস্য আছে; তবে চৌধুরী আর শেফি সে রহস্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে শ্রীমতীর সামনে তা বলা যাবে না। বনলতা অনুমতি দিলে তার বাড়ী গিয়েই সে সব শোনাতে পারে।" শেফি আর চৌধুরীর কথা শুনেই

শ্রীমতী

বনলতার আগ্রহ হয় রহস্যটা জানতে। প্রাণধন তার বাড়ী গিয়ে সব কথা শোনাবে এই প্রতিশ্রুতি পেয়েই প্রাণধনকে সে ছেড়ে দেয়। প্রাণধন চলে গেলে বনলতা বল্লে—"লোকটা ডাক্তার নয় চোর—আর মেয়ে নয় পুরুষ।" শ্রীমতী চেঁচিয়ে উঠল—"তাই ও-দেহের পরশ অত ভালো লাগছিল!" বনলতা বিস্মিতা হয়ে বল্লে—"একটা চোর এসে এক মুহূর্ত্তেই তোমার হৃদয়

জয় করে গেল!" শ্রীমতী তাকে শুনিয়ে দিলে—"প্রকৃত পুরুষ যে, সে এক মুহূর্ত্তেই হৃদয় জয় করে। আর শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন চোরচূড়ামণি, কিন্তু পুরুষোত্তম যে তিনি, তাই বুঝেই ত গোপিনীরা তার জন্য কুলশীল ত্যাগ করেছিল।"

* * * *

শ্রীমতীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রাণধন বনলতার বাড়ীর দিকে যেতে চাইল। কিন্তু মথুরের মন উদাস। পা আর তার চলে না। শেষটায় প্রাণধন তাকে কথা দিলে যে শ্রীমতীর সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে দেবে যদি কমলার সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা মথুর করে দিতে পারে। মথুর ফের উৎসাহিত হয়ে উঠল। বনলতার হাতে প্রাণধনকে সঁপে দিয়ে সে আবার বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বনলতা ফের প্রাণধনকে ফ্যাসাদে ফেল্ল। সে বল্ল, প্রাণধন প্যাণ্টালুনটা ফেলে গিয়েছিল বলেই ত মিঃ চৌধুরীকে তাকে হারাতে হোলো। সে চাইল ক্ষতিপূরণ। প্রাণধন প্রস্তুত। কিন্তু ভেবে পায় না কি করে তা সে করবে। বনলতা বল্লে, তার কুমারী জীবনের দুঃখ দূর করবার জন্য চৌধুরী প্রস্তুত ছিল। প্রাণধন যদি চৌধুরীর স্থান গ্রহণ করতে রাজী হয়, তাহলেই ক্ষতিপূরণ হয়। প্রাণধন সম্মত হয় না। বনলতা তখন থানায় চিঠি লিখতে বসে। ঠিক সেই সময় শ্রীমতী ঘরে ঢোকে এবং প্রাণধনকে চিন্তে পেরে তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলতে চায়। বনলতা তা সইতে পারে না। শেফি নিয়েচে চৌধুরীকে আবার শ্রীমতী নেবে প্রাণধনকে? তাও তাকে সইতে হবে! না, সে তা পারবে না। চিঠি ছিঁড়ে ফেলে সে প্রাণধনের হাত চেপে ধরে। প্রাণধনকে নিয়ে চলে টাগ-অব-ওয়ার!

* * * *

আবার বেলেঘাটা। কমলার পিত্রালয়ে গিয়ে মথুর কমলার বাপকে সব কথা খুলে বলে। সময় মত প্রাণধন এসে কমলাকে বিয়ে করবে তাও জানিয়ে আসে। কমলার বাপ স্বস্তির শ্বাস ফেলে বাঁচে।

* * * *

বিমল পড়েচে আরও বিপদে। বিয়ে ত করবে। কিন্তু বৌ নিয়ে তুলবে কোথায়। তাই চামেলীর কাছে গিয়ে বললে যে তার ঘরটাই দু'তিন দিনের জন্য ছেড়ে দিতে হবে, বৌ তোলবার যায়গা নেই। চামেলী কথাটা প্রথমে

উড়িয়ে দেয়। কিন্তু বিমল জিদ্ ধরতেই বলে—"সতী-নারী আগুনের হল্কা। বাড়ীতে ঠাঁই দিতে আমার সাহস হয় না।" বিমল রেগে উঠে যেতে চায়। চামেলী তাকে বোঝায় বৌ তোলবার যায়গা নেই যার, তার আবার বিয়ের সখ কেন? তার মত লোকের ত বিয়ে না করাই ভালো। বিমল বোঝে না, আরও রাগে। শেষটায় চামেলী শোনায় যে ভদ্রপল্লীতে তার একখানি বাড়ী হালে খালি হয়েচে। সেই বাড়ীতেই যেন বৌকে তোলে। বিমল খুশী

চামেলী

হয়ে ফিরে যায়। একটু পরেই মথুর এসে হাজির। চামেলীকে বলে মেয়ে হয়ে সে একটি মেয়ের সর্ব্বনাশের সহায়তা করচে কেন? সকালবেলায় সে যদি প্রাণধনের ডিসপেন্সারীতে গিয়ে সেই খেলাটুকু খেলে না আসত, তাহলে

কমলাকে বিমলের মত একটা হতভাগার গলায় বরমাল্য দিতে হোত না, মেয়েটা বিয়ের দিনে মুখ গুজরে পড়ে রয়েচে। চামেলীর দয়া হোলো। সে বল্লে, তাকে দিয়ে যদি কমলার কোন উপকার হয়, তা সে করবে। মথুর বল্লে, সন্ধ্যে বেলায় সে এসে তাকে নিয়ে যাবে। সে যেন একখানা লাল বেনারসী পরে থাকে। লাল বেনারসী পরবার কথা শুনে চামেলী হেসে জিজ্ঞাসা করে—

—"বিয়ের কনে হয়ে যেতে হবে নাকি ?"

মথুর জবাব দেয়—"দোষ কি ? একটা understudy ঠিক রইল ?"

* * * *

শ্রীমতীর বাবার গণৎকারের ওপর খুব ভক্তি। পূর্ব্ববঙ্গীয় এক গণৎকার সহসা তার বাড়ী উপস্থিত হোলো এবং শ্রীমতীকে দেখে বলে দিল আজ সন্ধ্যালগ্নে যদি শ্রীমতীর বিয়ে হয়, তাহলে সারাজীবন সে সুখে কাটাতে পারবে।

বাপ মেয়েকে সেই কথা শোনাতেই মেয়ে চটে ওঠে। আর্লি ম্যারেজ, অকাল-মাতৃত্ব সম্বন্ধে নানা কথা তোলে। বাপ বিরক্ত হয়ে বলে—"তুই আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলি।"

মেয়ে শোনায়—"তোমাকে জ্বালাবার অধিকার আমার আছে।"

বাপ জিজ্ঞাসা করে—"কি অধিকার রে !"

মেয়ে বলে—"বার্থ-রাইট !"

মেয়ের কথা শুনে বাপের চক্ষু স্থির ! সে গণৎকারের উপদেশ মত সেই সন্ধ্যা-লগ্নেই মেয়ের বিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হয়।

গণৎকারটি আর কেউ নয়, ছদ্মবেশী মথুরের বন্ধু হারু।

* * * *

আর একটি মাণিকজোড়ের কথা এতক্ষণ কিছুই বলিনি—যদিও এই কাহিনীর অনেক যায়গায় তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার মিস্

বনলতা সেনের বেয়ারা ফ্যালারাম আর তার রক্ষিতা আন্নাকালী। ফ্যালারামের বরাবর ইচ্ছে মন্তর পড়ে আন্নাকালীকে শুদ্ধ করে নেয়। সর্ব্বজনীন বিয়ের হিড়িকে তাই সে করে নিল। সন্ধ্যায় সকলের বিয়ে হয়ে গেল। পাঁচটি বাসর-ঘরে পাঁচ জোড়া বর-কনের দেখা পাওয়া যাবে।

মিস চামেলী + বিমল

বনলতা + মিঃ চৌধুরী

কমলা + প্রাণধন

শ্রীমতী + মথুর

আন্নাকালী + ফ্যালারাম

সঙ্গীতাংশ

(১)

জয় নটরাজ নাহি কোন ভয় নাহি সংশয় আর
পৃথিবীটা ভাই রঙ্গমঞ্চ জানিয়াছি এই সার।
মোরা শূন্য পকেটে উজির নাজির
কেউ সাজা-রাজা কেউ মুসাফির
মোরা ডগমগ রসে টৈ-টম্বুর রসিকের অবতার
ওরে নাহি সংশয় আর।
আমরা ঘুচাব দুঃখ দৈন্য কালিমা অন্ধকার
জয় নটরাজ—

(২)

কেন সজল-নয়ন কমলিনী রাই (কেন) নিয়ত মরিছ ঝুরি
(বুঝি) পরাণ পিঁজরা শূন্য করিয়া (তব) প্রাণপাখী
গেছে উড়ি।
কেন নিয়ত মরিছ ঝুরি।
(তোর) ভয় নাই সখি ভয় নাই ফিরে আসতে হবে
(সেই) প্রেম-সুন্দর পরাণ বঁধুরে আসতে হবে।
প্রেম পিঁজরায় আসতে হবে।
(এই) পরশ মণিরে হারায়ে কৃষ্ণ কেমনে রাখিবে প্রাণ
(আহা) সে প্রেম-বিহগ বাঁচিবে না সখি লাগিলে
বিরহ বাণ।
শ্যাম রাধা বিনে সখি কিছু জানে না।
সে যে প্রেমিক বঁধু প্রেম ভিখারী
রাধা বিনে সখি কিছু জানে না।
এ সে ব'লবে রাধে ক্ষমা কর
রাধে গো তোমার চরণ-রেণু মাথায় নিলাম
এবার আমায় ক্ষমা কর এবার আমায় ক্ষমা কর—
এবার আমায় ক্ষমা কর॥

(৩)

ঘুমানো কুঁড়ি যে ফুটিতে পারে না বেদনাভরে
চপল ভ্রমর এখনও এল না প্রাণের পরে বেদনাভরে।
এ তনু কুসুম মধু সঞ্চয় অকারণ সবই মিছে মনে লয়
দেহ-দীপে আজো জ্বলেনিকো আলো আঁধার-ঘরে
বেদনাভরে।

(৪)

পাছে কাঙাল বলে চিনবে না কেউ
তাই লুকিয়ে চলে যাই।
আজি আড়াল থেকে ভয়ে ভয়ে
তোমার পানে চাই।
আমার ব্যথার কমল এমনি ফোটে
এমনি ঝরে চোখের জলে
দুঃখের তাপে এমনি পলে পলে
পাছে চিনেও তুমি করবে হেলা।
তাই নিত্য খেলি এমনি খেলা
ভাবি নিজের পানে আঘাত দিয়ে
তোমায় যদি পাই
তাই লুকিয়ে চলে যাই।

(৫)

প্রেম-দুর্গেতে দিতে হবে হানা মর্ডার্ণ বরের দল
সর্ব্বজনীন-বিবাহ-বাসরে চল্‌রে চল্‌রে চল।
আমরা পুরুষ জানি, মোরা নিশ্চয়
অবলা-চিত্ত নিমেষে করিব জয়
উড়ু উড়ু মন রাখিবে বাঁধিয়া রমণীর অঞ্চল।
নাই ঢাল, নাই তলোয়ার ভাই প্রেম আছে সম্বল
সর্ব্বজনীন-বিবাহ-বাসরে চল্‌রে চল্‌রে চল।

—কালী ফিল্মস্—

সাবিত্রী

শ্রেষ্ঠাংশে লাইট ও শরৎ চট্টোপাধ্যায়

বিল্বমঙ্গল

" রতীন বন্দ্যো ও রাণীবালা

ঋণমুক্তি

" তিনকড়ি চক্র ও শিশুবালা

তরুণী

" ভূমেন রায় ও জ্যোৎস্না গুপ্তা

মণিকাঞ্চন

" তুলসী লাহিড়ী ও প্রভাবতী

তুলসীদাস

" জহর গাঙ্গুলী ও রাণীবালা

পাতালপুরী

" জীবন গাঙ্গুলী ও মায়া মুখার্জি

বিরহ

" তিনকড়ি চক্র ও রাণীবালা

মণিকাঞ্চন (২য় পর্ব্ব)

" রঞ্জিৎ সেন ও শিশুবালা

বিদ্যাসুন্দর

" তুলসী লাহিড়ী ও শিশুবালা

প্রফুল্ল

তিনকড়ি, নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র ও প্রভা

কাল-পরিণয়

" মায়া ও জহর গাঙ্গুলী

অন্নপূর্ণার মন্দির

" মায়া ও ছবি বিশ্বাস

ভোট-ভণ্ডুল

" শৈলেন ও ফুল্লনলিনী

টকী অফ টকীজ

" শিশির, অহীন্দ্র, কঙ্কা, রাণী

কচি সংসদ

ললিত, তারা মুখার্জ্জী, ঊষা, চিত্রা, পদ্মা

হারানিধি

" তিনকড়ি, অহীন্দ্র, প্রভা ও রাণী

বড়বাবু

" রঞ্জিৎ রায় ও ঊষা দেবী

—পায়োনিয়র ফিল্মস্—

মা

শ্রেষ্ঠাংশে ভাস্কর দেব ও কাননবালা

দেবদাসী

" অহীন্দ্র চৌধুরী ও শান্তি গুপ্তা

তরুবালা

" জহর গাঙ্গুলী ও জ্যোৎস্না

—পপুলার পিকচার্স—

মন্ত্রশক্তি

" রতীন বন্দ্যো ও শান্তি গুপ্তা

আবর্ত্তন

" শীলা হালদার ও সুপ্রসন্ন চক্র

হ্যাপী ক্লাব

" তুলসী লাহিড়ী

পণ্ডিত মশাই

" শান্তি গুপ্তা ও রতীন বন্দ্যো

—কোয়ালিটি পিকচার্স—

ব্যাথার দান

" হেম গুপ্ত ও ইলা দাস

জোয়ারভাটা

" বিনয় ও লীলা মুখার্জি

—ডি জি, টকিজ—

দ্বীপান্তর

" মোহন রায় ও ঊষা দেবী

শ্যামসুন্দর

—চন্দ্র ফিল্মস্—

পরপারে

মুক্তিস্নান

" জীবন ও রাণী

—কমলা টকীজ—

রাজগী

" ধীরাজ, শৈলেন, সত্য মুখো

মেনকা ও দেববালা

—নিউ পপুলার পিকচার্স—

ইম্পষ্টার

রতীন, মনোরঞ্জন, রবি রায়, শান্তি গুপ্তা

টেলি :— কলিঃ ১০৯২,১০৯৩

রীতেন এণ্ড কোং

৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিগ্রাম— "ফিল্মসার্ভ"

বি নান (পাবলিসিটি এজেন্ট) কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

—কালী ফিল্মস্—

সাবিত্রী

শ্রেষ্ঠাংশে লাইট ও শরৎ চট্টোপাধ্যায়

বিল্বমঙ্গল

„ রতীন বন্দ্যো ও রাণীবালা

ঋণমুক্তি

„ তিনকড়ি চক্র ও শিশুবা

তরুণী

„ ভূমেন রায় ও জ্যোৎস্না

মণিকাঞ্চন

„ তুলসী লাহিড়ী ও প্রভা

তুলসীদাস

„ জহর গাঙ্গুলী ও রা

পাতালপু

„ জীবন গাঙ্গু

কালী ফিল্মসের প্রচার-শিল্পী

শ্রীবিশ্বাবসু রায়চৌধুরী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও পরিকল্পিত

১৬।১এ বীডন ষ্ট্রীটস্থ বি নান্ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত